

**ত্রয়োদশ অধ্যায়**  
**ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক**

১৬৭। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইবার আবেদন।—(১) কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে বা ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশনে বা কনফেডারেশনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক শ্রমিক বা কর্মচারী বা মালিক বা ইউনিয়ন বা ফেডারেশনকে ফরম-৫৫(ক), ফরম-৫৫(খ) বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৫৫(গ) অনুযায়ী সদস্যপদের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি বা সংগঠন অন্য কোন ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি পূর্বের ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন হইতে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল ব্যতিরেকে অন্য কোন ইউনিয়নে সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোন শ্রমিকের দাখিলকৃত আবেদন গৃহীত হইলে তাহাকে ইউনিয়নের বা ফেডারেশনের বা কনফেডারেশনের সদস্য নম্বর উল্লেখসহ ফরম-৫৫(ঘ), ফরম-৫৫(ঙ) বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৫৫(চ) অনুযায়ী একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(৪) অনূন ৫ (পাঁচ) জন শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কৃষি ফার্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং অনূন ৪০০ (চারশত) জন কৃষি ফার্ম শ্রমিক একত্রিত হইয়া এই বিধি অনুযায়ী ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবে।

১৬৮। রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।—(১) ধারা ১৭৯(১)(গ) মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রিকরণের জন্য ফরম-৫৬ (ক), ফরম-৫৬ (খ) বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৫৬ (গ) অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের সহিত সদস্যদের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর আবেদনকারী নিজ খরচে ফরম-৫৬(ঘ) অনুযায়ী গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(৪) শ্রম পরিচালক ধারা ১৭৬ এর দফা (ঙ) এবং ধারা ১৭৯ এর উপ-ধারা (২ক) এ বর্ণিত পরিদর্শনপূর্বক ফরম-৫৬(ঙ) অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করিবেন।

(৫) ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন কর্মকর্তাদের বিবরণ ফরম-৫৬(চ), ৫৬(ছ) বা ক্ষেত্রমত, ৫৬(জ) অনুযায়ী প্রদান করিতে হইবে।

(৬) ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন সদস্যদের বিবরণ ফরম-৫৭(ক), ৫৭(খ) বা ক্ষেত্রমত, ৫৭(গ) অনুযায়ী প্রদান করিতে হইবে।

(৭) রেজিস্ট্রেশনের আবেদন হইতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান পর্যন্ত এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম কম্পিউটারযোগে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে অন-লাইনে করা যাইবে, তবে এই ক্ষেত্রে সকল কার্যক্রমের একটি মুদ্রিত কপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৬৯। নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা।—(১) ধারা ১৭৯ (১) (ট) মোতাবেক কোন ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা উহার সাধারণ সদস্যদের সংখ্যানুপাতে নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারিত হইবে, যথা:—

সাধারণ সদস্যের সংখ্যা			নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা	
অনধিক ৫০			অন্যূন	৫
৫১	হইতে	১০০	অনধিক	৭
১০১	হইতে	৪০০	ঐ	৯
৪০১	হইতে	৮০০	ঐ	১১
৮০১	হইতে	১৫০০	ঐ	১৩
১৫০১	হইতে	৩০০০	ঐ	১৭
৩০০১	হইতে	৫০০০	ঐ	২৫
৫০০১	হইতে	৭৫০০	ঐ	৩০
৭৫০১	হইতে	ততোধিক	ঐ	৩৫

(২) যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে মোট শ্রম শক্তি বা সদস্যের ২০% বা তদুর্ধ্ব মহিলা নিয়োজিত থাকিলে সেইখানে ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটিতে কমপক্ষে ১০% মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ গঠিত ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যতদূর সম্ভব প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের অধীন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্য হইতে অন্তত একজন করিয়া শ্রমিককে নির্বাহী কমিটিতে সদস্যভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) কোন শ্রমিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত না থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প সেक्टरের ক্ষেত্রে ধারা ১৮০ এর শর্তাংশ অনুসরণে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা যাইবে।

১৭০। রেজিস্টার, হিসাবের খাতা, কার্যবিবরণী খাতা, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।—(১) ধারা ১৮১ এর দফা (ক) মোতাবেক প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নকে উহার সদস্যদের চাঁদার বিবরণ ফরম-৫৮(ক) অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ধারা ১৮১ এর দফা (ক) মোতাবেক প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব ফরম-৫৮(খ) অনুযায়ী রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) ধারা ১৮১ এর দফা (ক) মোতাবেক প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব ফরম-৫৮(গ) অনুযায়ী রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) ধারা ১৮১ এর দফা (খ) মোতাবেক প্রত্যেক নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন বা কনফেডারেশনকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বহি ফরম-৫৮(ঘ) অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এই হিসাব বহি বাঁধাই আকারে এবং প্রতি পৃষ্ঠা ক্রমিক নম্বরযুক্ত অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) এই বিধির অধীন কোন চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সদস্যকে চাঁদা আদায়কারী ও দাতার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ প্রদান করিতে হইবে।

১৭১। ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্টার।—ধারা ১৮২ মোতাবেক শ্রম পরিচালক বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ট্রেড ইউনিয়নসমূহের খতিয়ান ফরম-৫৯(ক) অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশনের খতিয়ান ফরম-৫৯(খ) অনুযায়ী এবং কনফেডারেশনের খতিয়ান ফরম-৫৯(গ) অনুযায়ী সংরক্ষণ করিবেন।

১৭২। রেজিস্ট্রিকরণের প্রত্যয়নপত্র।—(১) কোন ট্রেড ইউনিয়ন, উহার ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির পর শ্রম পরিচালক অথবা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ইউনিয়ন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনকে আইনের বিধানমতে নিবন্ধিকরণ করা যাইবে, তাহা হইলে তিনি দরখাস্তকারীকে নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র পাইবার জন্য নির্ধারিত ফি ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) ধারা ১৮৯ মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশনের নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র ফরম-৬০ অনুযায়ী প্রদান করিতে হইবে।

১৭৩। নিবন্ধন ফি।—(১) ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নিবন্ধন ফি নিম্নরূপ হইবে যাহা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিত হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ধরন	নিবন্ধন ফি
১	ট্রেড ইউনিয়ন	৫০০/-
২	শিল্প ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন	১,০০০/-
৩	জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন	৩,০০০/-
৪	জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন	৫,০০০/-

(২) নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের অথবা যে কোন দলিলের বা তথ্যাদির সত্যায়িত প্রতিলিপি তাহার কোন সদস্য অথবা মালিকের কোন প্রতিনিধিকে শ্রম পরিচালক সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্রতিলিপি প্রাপ্তির জন্য উহার প্রথম ২০০ শব্দ বা উহার কমের জন্য ১২০/- (একশত বিশ) টাকা এবং অবশিষ্ট শব্দের জন্য আরো ৬০/- (ষাট) টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ধারা ১৮২ মোতাবেক নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশন ৩০০/- (তিনশত) টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিয়া শ্রম পরিচালকের নিকট হইতে উহার নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্রের দ্বিতীয় প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবে।

**১৭৪। নাম অথবা ঠিকানা পরিবর্তন।**—(১) কোন ট্রেড ইউনিয়ন উহার নাম পরিবর্তন অথবা উহার কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে, পরিবর্তনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শ্রম পরিচালকের নিকট উহা রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিবর্তন গৃহীত হইবার পর শ্রম পরিচালক বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিত মতে বিধি ১৭২ মোতাবেক নূতনভাবে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে নাম অথবা ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা নিবন্ধন ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

**১৭৫। নিরীক্ষা।**—ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশনের বার্ষিক হিসাব Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) অনুযায়ী স্বীকৃত চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা নিরীক্ষা করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বৎসরের কোন সময় ৫০০ অতিক্রম না করিলে উক্ত ইউনিয়নের সদস্য বা অন্য কোনভাবে সম্পৃক্ত নয় অথচ নিরীক্ষা কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এমন এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্বারা নিরীক্ষা করানো যাইবে এবং তিনি বা তাহারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নির্বাহী পরিষদের দ্বারা উক্ত কাজের জন্য মনোনীত হইবেন।

**১৭৬। বার্ষিক রিটার্ন দাখিল।**—(১) ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন কর্তৃক ধারা ২০১ (১) অনুযায়ী প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের জন্য বার্ষিক রিটার্ন পরবর্তী বৎসরের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বা উহার পূর্বে শ্রম পরিচালকের নিকট যথাক্রমে ফরম-৬১ (ক) ও ৬১ (ঘ), ৬১ (খ) ও ৬১ (ঘ) এবং ৬১ (গ) ও ৬১ (ঘ) অনুযায়ী দাখিল করিতে হইবে এবং শ্রম পরিচালক বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত বার্ষিক রিটার্ন নথিভুক্ত করিয়া সিদ্ধান্ত অবহিত করিবেন।

(২) ট্রেড ইউনিয়ন পর পর দুই বার রিটার্ন দাখিল না করিলে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন বা কনফেডারেশন পর পর তিন বার রিটার্ন দাখিল না করিলে শ্রম পরিচালক বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩০ দিনের সময় প্রদান করিয়া রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে শ্রম পরিচালক বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের নিবন্ধন বাতিলের অনুমতি চাহিয়া শ্রম আদালতে দরখাস্ত করিবেন।

(৩) রেজিস্ট্রেশন আবেদন ও বার্ষিক রিটার্ন দাখিল সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম কম্পিউটারযোগে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে অন-লাইনে করা যাইবে, তবে এই ক্ষেত্রে সকল কার্যক্রমের একটি প্রিন্ট কপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৭৭। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ।—(১) ধারা ২০২ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) এর মেয়াদ শেষ হইবার অনধিক ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইউনিয়নসমূহ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপূর্বক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচনের কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) ইউনিয়নসমূহ উপ-বিধি (১) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে শ্রম পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা স্ব-প্রণোদিত হইয়া অথবা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সিবিএ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) ধারা ২০২ (৮) অধীন শ্রমিকগণের তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

১৭৮। ব্যালট পেপার।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং শ্রম পরিচালক কর্তৃক বরাদ্দকৃত স্ব স্ব প্রতীক ছাপানো একটি ব্যালট থাকিবে।

(২) একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন একই প্রতীক চাহিলে শ্রম পরিচালক বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৭৯। ভোট প্রদানকারী শ্রমিকদের সনাক্তিপত্র বা পরিচয়পত্র।—(১) ধারা ২০২ (১২) অনুযায়ী ভোটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে ভোট প্রদানকালে মালিক কর্তৃক ইস্যুকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র অবশ্যই প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রদান করিতে হইবে, যাহা ভোট গণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট মালিকের প্রতিনিধির নিকট প্রদান করিবেন এবং উক্ত প্রতিনিধি উহা সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ফেরত প্রদান করিবেন।

(২) ধারা ২০২ (১৩) অনুযায়ী প্রত্যেক মালিক শ্রম পরিচালক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে, নির্বাচন পরিচালনার জন্য অর্থ সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন, তবে নির্বাচন বিষয়ে শ্রম পরিচালক ও মালিক কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না।

(৩) যদি প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয়পত্র সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি তাকে গোপন ব্যালটে ভোট প্রদানের অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৮০। **প্রতিনিধি মনোনয়ন।**—গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান কার্যক্রম চলাকালে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার বরাবরে লিখিতভাবে প্রত্যেক পোলিং বুথে অনধিক এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

১৮১। **ফলাফল ঘোষণা।**—(১) ধারা ২০২ (১৫) (ঘ) অনুযায়ী ভোট গণনা শেষে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রিজাইডিং অফিসার নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং উহাতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষরকৃত ফলাফল পত্রের একটি করিয়া কপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ইউনিয়নের উপস্থিত প্রতিনিধি এবং মালিকের স্থানীয় প্রতিনিধিকে প্রদান করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে ফলাফল পাইবার পর যে ট্রেড ইউনিয়ন সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইবে উহাকে শ্রম পরিচালক ধারা ২০২ (১৫)(ঙ) অনুযায়ী ফরম-৬২ এর মাধ্যমে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি ঘোষণা করিবেন।

১৮২। **যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) অফিস বরাদ্দ।**—(১) মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং শ্রমিকদের বাইরে যাতায়াতের সুবিধা হয় এমন স্থানে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অবকাঠামো অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) এর জন্য একটি অফিস কক্ষ বরাদ্দ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, বিদ্যুৎ সংযোগ, বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান ও আলোর ব্যবস্থা এবং নোটিস বোর্ড, ইত্যাদি মালিক কর্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) সিবিএ অফিস স্থাপন বা বরাদ্দ বা আসন সংখ্যা বা আসবাবপত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বিরোধ উত্থাপিত হইলে শ্রম পরিচালক উভয় পক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৮৩। **অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন।**—(১) অন্যান্য পঞ্চাশ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সেখানে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করিবেন।

(২) অংশগ্রহণকারী কমিটিতে উভয়পক্ষে মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জনের কম এবং ৩০ জনের অধিক হইবে না।

(৩) অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্য সংখ্যা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যানুপাতে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত হারে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

“ছক”

সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যা			অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্য সংখ্যা	
১	হইতে	১০০	অনধিক	৬
১০১	হইতে	৪০০	ঐ	১০
৪০১	হইতে	৮০০	ঐ	১২
৮০১	হইতে	১৫০০	ঐ	১৪
১৫০১	হইতে	৩০০০	ঐ	১৮
৩০০১	হইতে	৫০০০	ঐ	২২
৫০০১	হইতে	৭৫০০	ঐ	২৪
৭৫০১	হইতে	ততোধিক	ঐ	৩০

১৮৪। যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অংশগ্রহণ কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন।—(১) ধারা ২০৫ (৫) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহ অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য মালিকের নিকট প্রতিনিধিদের নাম ও বিবরণ তাহার নিকট হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ফরম-৬৩ অনুযায়ী পেশ করিবে।

(২) ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের সময় যাহাতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণি, শাখা, অথবা বিভাগসমূহ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রেণি, শাখা বা বিভাগে মহিলা শ্রমিক থাকিলে সেইখানে অংশগ্রহণকারী কমিটিতে মহিলা শ্রমিকদের মনোনয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

১৮৫। অংশগ্রহণকারী কমিটিতে মালিকের প্রতিনিধি মনোনয়ন।—(১) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণত প্রধান নির্বাহী অথবা বিভাগীয় অথবা শাখা প্রধানগণ বা কল্যাণ কর্মকর্তা মালিকের প্রতিনিধি হইবেন এবং যেখানে এইরূপ বিভাগ অথবা শাখা নাই, সেইখানে বিভাগ অথবা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কল্যাণ কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মালিকের প্রতিনিধি হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধি মালিক কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবেন।

১৮৬। অংশগ্রহণ কমিটিতে প্রেরিত প্রতিনিধিদের নাম প্রকাশ।—(১) যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি ও ট্রেড ইউনিয়নের নিকট হইতে মনোনয়ন পাইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মালিক বিজ্ঞপ্তি মারফত অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করিবেন এবং সেই বিজ্ঞপ্তি নোটিস বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধিসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রম পরিচালককে উহার কপি প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অংশগ্রহণকারী কমিটিতে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিনিধির অবসরজনিত কারণে বা চাকরিচ্যুতি বা স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করা, ইত্যাদি কারণে চাকরির অবসান ঘটিলে অথবা শারীরিক বা মানসিক কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে অথবা নৈতিক স্বলনজনিত কারণে দণ্ডিত হইলে অথবা পদত্যাগ করিলে অংশগ্রহণকারী কমিটিতে উক্ত প্রতিনিধির পদ শূন্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন শূন্য পদে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি বা ট্রেড ইউনিয়ন নূতন মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত মনোনয়ন পাইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মালিক নূতন প্রতিনিধি সমন্বয়ে অংশগ্রহণকারী কমিটি পুনর্গঠন করিবেন।

১৮৭। প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকিলে শ্রম পরিচালককে অবহিত করিয়া অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি।—(১) যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নাই সেই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শ্রম পরিচালককে অবহিত করিয়া গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করিবে।

(২) শ্রম পরিচালক অনুরুদ্ধ হইলে উক্তরূপ নির্বাচন কার্যক্রম তদারকি করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনায় কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধির তালিকা নির্বাচনের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি শ্রম পরিচালককে লিখিতভাবে প্রেরণ করিবে।

১৮৮। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।—(১) মালিক নির্বাচনের অনূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মালিক ও শ্রমিকের সমন্বয়ে ৩ (তিন) হইতে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করিবেন এবং উহার অনুলিপি শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির অনুপাতিক হার হইবে ২ : ৩।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটি বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রচার করিয়া নির্বাচনের একটি তফসিল ঘোষণা করিবে, যেখানে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই-বাছাই, প্রত্যাহার, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনধিক ৭ দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দানের সুযোগ প্রদান এবং প্রার্থিতা চূড়ান্ত হইবার পরবর্তী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

**১৮৯। অংশগ্রহণকারী কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা।—(১)** যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক, প্রতিষ্ঠানে যাহার চাকরি ছয় মাসের কম নহে তিনি অংশগ্রহণকারী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য অনুষ্ঠিতব্য গোপন ব্যালটে প্রার্থী হইতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের বয়স এক বৎসরের কম হইলে নির্বাচনে প্রার্থীর চাকরির মেয়াদ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) মালিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণি, শাখা, অথবা বিভাগসমূহ হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে উহা নির্ধারণ করিবেন।

(৩) কোন প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন মহিলা শ্রমিক বা মোট শ্রমিকের ১০% মহিলা শ্রমিক থাকিলে মহিলা শ্রমিকদের মধ্য হইতে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

**১৯০। ভোটারের যোগ্যতা।—(১)** সাময়িক, বদলি, শিক্ষাধীন, মৌসুমি শ্রমিক ও ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিক ব্যতীত অন্য সকল শ্রমিক যাহারা প্রতিষ্ঠানে অন্ত্য ৩ (তিন) মাস চাকরি করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ভোটার তালিকার প্রতিলিপি যুগপৎ নোটিস বোর্ড এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানসমূহে প্রদর্শিত হইতে হইবে এবং ভোটার তালিকার একটি প্রতিলিপি শ্রম পরিচালক বা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

**১৯১। মনোনয়ন।—(১)** যে কোন ভোটার অংশগ্রহণকারী কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন ভোটারের নাম প্রস্তাব অথবা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ২০৫ (৬) মোতাবেক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত মনোনয়নপত্র ফরম-৬৪ অনুযায়ী হইবে এবং উহা প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র মনোনয়ন দাখিলের নির্ধারিত দিবসে অথবা উহার পূর্বে প্রার্থী অথবা তাহার প্রস্তাবক অথবা তাহার সমর্থক কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং কমিটি লিখিত স্বীকারপত্রের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবে।

**১৯২। বাছাই।—(১)** মনোনয়নপত্র নিরীক্ষাকালীন প্রার্থীগণ নিজে বা তাহার প্রস্তাবককারী বা সমর্থনকারী অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন কমিটি উপ-বিধি (১) অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় উপস্থিত সকল ব্যক্তির সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবে এবং যে কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে উহার নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) নির্বাচন কমিটি যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবে যদি এই মর্মে সন্দেহ হয় যে,-

- (ক) প্রার্থী আইন বা এই বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রতিনিধি হইবার অযোগ্য; অথবা
- (খ) মনোনয়নপত্র জমাদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধির কোন নিয়ম মান্য করা হয় নাই।

**১৯৩। নির্বাচনে ভোট দান।—(১)** যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলিয়া গৃহীত হইবে তাহদের সংখ্যা যদি নির্বাচিতব্য প্রতিনিধির সমান হয় সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবে।

(২) যদি কোন শ্রেণি, শাখা, অথবা বিভাগে নির্ধারিত আসনের চেয়ে প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখে গোপন ব্যালটে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক ব্যালটে প্রার্থীর নাম ও নামের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক উল্লিখিত থাকিবে।

(৪) ভোট গ্রহণের সময়ে প্রার্থী অথবা তাহার প্রস্তাবকারী অথবা সমর্থনকারী অথবা প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৫) ভোট গণনা শেষে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রার্থীদের বা তাহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে ভোট গণনা করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং উপস্থিত প্রার্থীর বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষরসহ মালিকের নিকট প্রকাশ করিবেন।

**১৯৪। অংশগ্রহণকারী কমিটির কর্মকর্তাগণ।—(১)** প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণকারী কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং তিনি অংশগ্রহণকারী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ তাহাদের মধ্য হইতে সহ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন এবং তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৩) পার্সোনেল অফিসার অথবা কল্যাণ কর্মকর্তা বা উক্তরূপ দায়িত্বপালনকারী কোন কর্মকর্তা কমিটিতে মালিক পক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হইবেন এবং সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি কমিটির সভার বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এবং সভা আহ্বান করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

**১৯৫। সভার নোটিস ও কার্যবিবরণী।—(১)** সাত দিনের সময় প্রদান করিয়া অংশগ্রহণকারী কমিটির সভার নোটিস জারি করিতে হইবে, তবে জরুরি সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার নোটিস প্রদান করা যাইবে।

(২) অংশগ্রহণকারী কমিটির সকল প্রতিবেদন ও সভার কার্যবিবরণীর কপি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি, কমিটিতে প্রতিনিধি রহিয়াছে এমন প্রত্যেক ইউনিয়ন এবং শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯৬। সভার কোরাম।—অন্যন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভায় কোরাম হইবে।

১৯৭। কার্যকালের মেয়াদ।—(১) কমিটি গঠনের তারিখ হইতে অংশগ্রহণকারী কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হইবে ২(দুই) বৎসর।

(২) কমিটির মেয়াদ শেষ হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরবর্তী কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং নূতন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিদ্যমান কমিটি দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

(৩) কোন সাময়িক শূন্যপদ পূরণের উদ্দেশ্যে কোন সদস্য মনোনীত হইলে কমিটির মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি সদস্য থাকিবেন।

১৯৮। শূন্যতা।—(১) কোন সদস্য কমিটির চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কমিটিতে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) কোন শ্রমিক প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত না থাকিলে, অথবা তিনি চাকরিতে ইস্তফা প্রদান করিলে অথবা কমিটিতে সদস্যপদ হারাইলে অংশগ্রহণ কমিটি সেই শূন্য পদটি সংশ্লিষ্ট শ্রেণি, শাখা অথবা বিভাগ হইতে পূরণ করিবে।

(৩) কোন ট্রেড ইউনিয়ন হইতে কাহারো সদস্যপদ পদত্যাগ বা বহিষ্কার বা অন্য কোন কারণে শূন্য হইলে অংশগ্রহণকারী কমিটিতে তাহার পদ শূন্য হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন পুনরায় প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।

১৯৯। সভা-সমিতির সুযোগ-সুবিধা।—অংশগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মালিক প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন।

২০০। ইউনিট অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন।—(১) কোন প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হইলে উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন শাখা, বিভাগ বা অঞ্চলে যেখানে অন্যন পঞ্চাশ জন শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছেন সেইখানে পৃথক অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করিবার জন্য মালিকের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ সুপারিশ পাইবার পর মালিক সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত শাখা, বিভাগ বা অঞ্চলের জন্য পৃথক অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজ্য বিধান ইউনিট অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ও উহার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হইবে।

(৪) ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে উক্ত শাখা, বিভাগ বা অঞ্চলে অবস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যে শাখা বা বিভাগের জন্য ইউনিট অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হইবে সেই শাখা বা বিভাগে নিযুক্ত রহিয়াছেন এইরূপ শ্রমিকগণই কেবল উক্ত কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন।

(৬) ইউনিট অংশগ্রহণকারী কমিটির সকল প্রতিবেদন ও সভার কার্যবিবরণীর কপি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২০১। অংশগ্রহণকারী কমিটির সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ বাস্তবায়ন।—(১) অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রতিটি সভার সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত পাইবার পর মালিক বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং মালিক বা কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণকারী কমিটির পরবর্তী সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত করিবেন।

(২) শ্রম পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণকারী কমিটির সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত প্রয়োজ্য কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যথারীতি বাস্তবায়িত হইতেছে কি না উহা পর্যবেক্ষণ, মনিটর ও ফলো-আপ করিবেন এবং প্রয়োজনে আইনানুযায়ী ও প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অংশগ্রহণকারী কমিটির সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২০২। কতিপয় কার্যক্রম পরিহার।—কোন ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বা কনফেডারেশন, যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি, অংশগ্রহণকারী কমিটি বা উহার কোন সদস্য নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিহার করিবে, যথা :-

- (১) প্রতিষ্ঠানের কোন প্রশাসনিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা;
- (২) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী অথবা শ্রমিকের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে হস্তক্ষেপ করা;
- (৩) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন যানবাহন, আসবাবপত্র অথবা আর্থিক কোন সুবিধা গ্রহণ;
- (৪) প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করা; এবং
- (৫) বিধি ২০৪ অনুসরণ না করিয়া কোন ধর্মঘট আহ্বান করা।

## চতুর্দশ অধ্যায়

## বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি

২০৩। নিষ্পত্তিনামা সম্পাদন।—ধারা ২১০(৩) এবং ২১০ (৮) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিষ্পত্তিনামা ফরম-৬৫ অনুযায়ী স্বাক্ষরিত হইবে।

২০৪। ধর্মঘটের নোটিস প্রদানের জন্য গোপন ভোটের আয়োজন।—(১) ধারা ২১১(১) অনুযায়ী ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ধর্মঘটের নোটিস প্রদানের উদ্দেশ্যে গোপন ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সালিসকারক বরাবরে লিখিত অনুরোধ করিবে।

(২) সালিসকারক উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সিবিএ ইউনিয়নের চাঁদা প্রদানকারী সদস্যগণকে ভোটের হিসাবে গণ্য করিয়া গোপন ভোটের ব্যবস্থা করিবেন এবং সালিসকারকের পরামর্শ অনুযায়ী সিবিএ ইউনিয়ন গোপন ভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

(৩) গোপন ভোটে ব্যবহৃত প্রতিটি ব্যালট পেপারে অথবা Electronic Voting Machine এ ধর্মঘটের পক্ষে “হ্যাঁ” অথবা কোন প্রতীক এবং ধর্মঘটের বিপক্ষে “না” অথবা কোন প্রতীক চিহ্নিত দুইটি ঘর থাকিবে।

(৪) ভোটে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী উল্লিখিত দুইটি ঘরের মধ্য হইতে যে কোন একটি ঘরে “টিক” চিহ্ন বা টিপ বা পুশের মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবেন।

(৫) গোপন ভোট অনুষ্ঠানের পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সালিসকারক উহার ফলাফল লিখিত আকারে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধিকে প্রদান করিবেন এবং উহার কপি মালিক ও শ্রম পরিচালককে প্রদান করিবেন।

২০৫। শ্রম আদালত বা আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের।—(১) ধারা ৩৩(৩) মোতাবেক কোন অভিযোগ ফরম-১৪ অনুযায়ী দায়ের করিতে হইবে।

(২) ফরম-৪৪, ৪৪(ক) বা, ক্ষেত্রমত, ৪৪(খ) অনুযায়ী ধারা ১৩২(২) মোতাবেক অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে।

(৩) ফরম-৪৮, ৪৮(ক) বা ক্ষেত্রমত, ৪৮(খ) অনুযায়ী ধারা ১৬৬ মোতাবেক অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে।

(৪) ফরম-৬৬ অনুযায়ী ধারা ২১৯ মোতাবেক আপিল দায়ের করিতে হইবে।

(৫) অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শক বা শ্রম পরিচালক বা ভবিষ্য তহবিলের নিয়ন্ত্রক বা পরিচালনা বোর্ড বা আইনে প্রদত্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সাদা কাগজে আবেদন করিবে।

২০৬। শ্রম আদালতের সদস্য মনোনয়ন।—(১) ধারা ২১৪ (৭) অনুযায়ী শ্রম আদালতের সদস্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষের জাতীয় পর্যায়ে স্ব স্ব সংগঠন হইতে শ্রম আইনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপযুক্ত মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য আহ্বান করিবে।

(২) মালিক এবং শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য প্রতি আদালতে দুইটি পৃথক প্যানেল গঠন করিতে হইবে এবং প্রতি প্যানেলে সদস্য সংখ্যা ছয়জন হইবে।

(৩) প্রত্যেক সংগঠন, যাহাদের উপ-বিধি (১) অনুযায়ী অনুরোধ করা হইয়াছে, অনুরোধ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে প্যানেলের অন্তর্ভুক্তি এবং শ্রম আদালতের সদস্য নিযুক্তির জন্য প্রতিনিধির ছবিসহ নাম ও জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) অনুযায়ী মনোনয়ন যাচনা করা হইয়াছে, কিন্তু উপ-বিধি (২) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা পাওয়া যায় নাই, সেই ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচনায় মালিক অথবা শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে সংক্ষম এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে প্যানেলে মনোনীত করিবার এখতিয়ার সরকারের থাকিবে।

২০৭। সদস্য কর্তৃক ইস্তফা প্রদান।—(১) শ্রম আদালতের কোন সদস্য চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত পত্র দ্বারা সদস্যপদ হইতে ইস্তফা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ইস্তফাপত্র প্রাপ্ত হইলে চেয়ারম্যান উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার যে তারিখে উহা গ্রহণ করিবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ইস্তফা কার্যকর হইবে।

২০৮। সদস্যের অপসারণ।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শ্রম আদালতের কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

- (ক) সরকারের মতে প্রতিনিধিত্বের চরিত্র হারাইয়া থাকেন ;
- (খ) আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বা নৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন ;
- (গ) শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইবার পর কোন মোকদ্দমায় লিখিত মতামত প্রদানে ব্যর্থ হন;
- (ঘ) দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকেন ; অথবা
- (ঙ) যে শ্রম আদালতের সদস্য সেই শ্রম আদালতের পর পর তিনটি অধিবেশনে চেয়ারম্যানকে অবহিত না করিয়া অনুপস্থিত থাকেন।

২০৯। সদস্যের শূন্যপদ পূরণ।—(১) মৃত্যু অথবা ইস্তফা অথবা অপসারণজনিত শূন্যতার ক্ষেত্রে, যে প্রক্রিয়ায় মূল প্যানেল গঠিত হইয়াছিল সেই প্রক্রিয়ায়, সরকার সদস্যের শূন্য পদ শূন্য হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে পূরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য, প্যানেলের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সদস্য থাকিতে পারিবেন।

২১০। অনুপস্থিতির জন্য অবহিতকরণ।—শ্রম আদালতের কোন সদস্য চেয়ারম্যানকে অবহিত করিয়া আদালতের কার্যধারায় একাধিকক্রমে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

২১১। ভাতা।—শ্রম আদালতের কোন সদস্য আদালতের কার্যধারায় অংশগ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

#### পঞ্চদশ অধ্যায় কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ

২১২। শত ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সরকার, ধারা ২৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সেক্টরভিত্তিক তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল নামে পৃথক তহবিল গঠন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তহবিলের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশ্লিষ্ট রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে তহবিলটি পরিচালনার জন্য পরিচালনা বোর্ড গঠন করিবে।

(৩) বিধি ২১২ হইতে বিধি ২২৬ এর বিধান শত ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২১৩। তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কার্যালয়।—(১) তহবিল পরিচালনার জন্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) পরিচালনা বোর্ডের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য বোর্ড একজন সচিব নিযুক্ত করিবে, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য- সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক সচিব নিয়োগ প্রদান না করা পর্যন্ত সরকার কোন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে সচিব হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।